প্রচেতা ঘোষ ও তাপস ঘোষ-কে

ভূমিকা: আভাঁগার্দ লেখক সুবিমল মিশ্র ও আভাঁগার্দ পত্রিকা ‘বাঘের বাচ্চা’ ‘সুবিমল মিশ্র সংখ্যা’

“সফলতা এলে আমি ভয় পাই, কারণ নতুন কিছু করলে সফলতা সঙ্গে সঙ্গে আসে না। আমি যদি সফলতা পাই তার মানে হল আমি এমন কিছু করছি যা তত নতুন নয়।”— সুবিমল মিশ্র

এক

এইভাবে শুরু করা যাক— সুবিমল মিশ্র একজন আভাঁগার্দ লেখক। ‘আভাঁগার্দ’ বিষয়টি কী, সেটি আগে জেনে নিই। ‘আভাঁগার্দ’ একটি ফরাসি শব্দ, যার অর্থ ‘এগিয়ে থাকা সেনাদল বা অগ্রবর্তী সেনাবাহিনী’। অর্থাৎ, যুদ্ধক্ষেত্রে সবার আগে থাকা সেনাদল। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম আক্রমণটা তাদেরকেই করতে হয় শত্রুপক্ষের ওপরে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ‘আভাঁগার্দ’ কবি-লেখকরা তাই করেন। রোলাঁ বার্ত দু-ধরনের আভাঁগার্দ-এর কথা বলেছেন— (এক) ক্যাথের্টিক: এক ধরনের টীকা বা ভ্যাকসিন, যা মূল্যবোধের শক্ত আস্তরণ ভেদ করে একটি মুক্ত চিন্তা নিয়ে আসে, কিন্তু যার উৎস অসুস্থতার মধ্যেই আবদ্ধ। এটিকে সহজ আভাঁগার্দ মনে করেছিলেন তিনি। (দুই) র‍্যাডিক্যাল: ক্যাথের্টিকের বিপরীত দিকে যে সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া, তা অনেক বেশি র‍্যাডিক্যাল। সমাজ বাস্তবের কাঠামোকে অর্থাৎ রাজনৈতিক কাঠামোর বিরুদ্ধে আক্রমণ। রাজনৈতিক বিবেককে প্রকাশ করাই প্রকৃত আভাঁগার্দ সাহিত্য। রোলাঁ বার্ত বয়ান বা টেক্সটকেও দুটি ভাগে ভাগ করেছেন একটি হল (এক) রিডারলি, আর একটি (দুই) রাইটারলি। রিডারলি বয়ান হল পরিকল্পিতভাবে বাণিজ্য করার জন্য যে বয়ান নির্মিত হয়। এখানে পাঠককে কিছু ভাবতে হয় না। এটি হল একরৈখিক। আর রাইটারলি বয়ান যেগুলি লেখক স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিখে চলেন, যার নির্দিষ্ট কোনও ছক বা আকার নেই। রাইটারলি টেক্সটে অনেক

ফাঁক বা শূন্যতা থাকে, বহুস্বর ও বহুস্তর থাকে। ফলত, এ ধরনের বয়ান পাঠককে ভাবায়। পাঠক নিজের মতো করে সেই শূন্যতাগুলি ভরিয়ে নিতে পারেন।

আভাঁগার্দ লেখক ও চিন্তক হিসেবে আভাঁগার্দ রচনার প্রায় প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যই আমরা সুবিমল মিশ্রের রচনার ভিতর পাই। সুবিমল নিজেই বলেছিলেন—

"গুলিটা তোমাকেই প্রথমে করতে হয়, ওপক্ষ কী করবে তার জন্য অপেক্ষা করা চলে না।"

তাঁর এই বক্তব্যের মধ্যে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি তাঁর পথটাই আভাঁগার্দ চিন্তকের পথ। এবার আসি সুবিমল মিশ্রের লেখার কথায়, মুক্তচিন্তক লেখক সুবিমল মিশ্র কীভাবে তাঁর রচনায় রাজনৈতিক বিবেককে প্রশ্ন করেন দেখা যাক-

> ''হামি রামশরণলাল ঝুনঝুনওয়ালা আছি। পগেয়া পট্টিমে হামার গদি আছে, পাঁচটো তেলকল, একঠো ভেজাল বেবিফুডের বেওসা। রিসেন্টলি হামি বোম্বাইমে ফিলিম ইনডাসট্রি ভি সুরু করিয়েছি। (একটু থামে, সকলের মুখের দিকে সতর্ক চোখে তাকায়) তিন পুরুষ বাঙলা দেশমে আছি, হামি তো আপনাদের মতো বাঙালি হইয়ে গেছি। রবীন্দর সঙ্গীত শুনি— গীতাঞ্জোলি ভি পড়েছি দেবনাগরী হরফে— আর ওহি...কী যেন...সঞ্চইতা— ও ভি পড়েছি— বহুত বড়িয়াঁ কিতাব... প্রোসিদ্ধ কিতাব— রবি ঠাকুর বহুত বড়িয়া কবি ছিল আপোনাদের... কেবল রবি ঠাকুর নয়, নাটকও দেখি হামি— কলকাত্তা মে বহুত আচ্ছা আচ্ছা নাটক হোয়— ওহি সেদিন গাড়ি কোরে বহু ছেলে লিয়ে কলামন্দিরে এক নাটক দেখিয়ে এলাম— বিপ্লবের নাটক— কী তার সিনসিনারি— কী তার একটিং— কী তার ড্রেস...তা বোলছিলাম কী— হনুমানজীকা আশীরবাদে দু' পয়সা করে খাচ্ছি এখোন। হামিও বিপ্লবের দিকে আছি...বিপ্লবী বাবুদের সাথে বিপ্লবখানা ভাগ করিয়ে লিয়েছি... মাসে মাসে ঠিক

ঠিক চাঁদা দিয়ে দিই...নয়তো হাঙগামা হুজ্জোতি হোবে। কোনট্রাকট করিয়ে লিয়েছি হামি হামার মতো ভেজাল বেবিফুডের বেওসা করিয়ে যাবো, বিপ্লবীবাবুরা তাদের মতো বিপ্লব করিয়ে যাবে। ও আমার বেওসায় নাক গলাবে না, আমি ওদের বেওসায় বাধা দিবো না।'' (নাটক: 'ভাইটো পাঁঠার ইসটু')

"চাদ্দিকে এত বিপ্লবের কথা শুনি, কিন্তু চিন্তার বিপ্লবের কথা কেউ বলে না।" বিপ্লব ইন্ডিয়ান স্টাইল— সুবিমল মিশ্র

সুবিমল মিশ্র-এর এইসব লেখা পড়লে কমরেডদের গুস্যা হয়, সুশীলবাবুদের গাঁড়ে ঝাল লাগে। তাই সুশীলবাবু ও বিপ্লবী-অতিবিপ্লবীদের দ্বারা তিনি আক্রান্ত হন, এবং নৈরাজ্যবাদী বলে পরিচিত হয়ে যান। হ্যাঁ, তাঁর রচনার ভেতর চিন্তার নৈরাজ্য আছে। যে-কোনও মুক্তচিন্তক রচনাকার নৈরাজ্যবাদী বা নৈরাষ্ট্রবাদী। রাষ্ট্র থাকলেই রাষ্ট্র বিরোধিতা থাকবে। কারণ, রাষ্ট্র আজও সার্বিক কল্যাণকারী হয়ে ওঠেনি। তলস্তয় বলেছিলেন, রাষ্ট্র হল সবচেয়ে অমানবিক ইনস্টিটিউশন।

দুই

একজন লেখকের মনোভঙ্গি জানতে গেলে যেমন তাঁর জীবনযাপন জানা দরকার... তেমনই তাঁর সমস্ত রচনা পাঠ করা আবশ্যক। তবে সেই লেখকের চিন্তাভাবনাগুলোকে আমরা ছুঁতে পারব বা অনুভব করতে পারব। আভাঁগার্দ লেখক সুবিমল মিশ্রের কতগুলি বক্তব্য আমার মাথার মধ্যে আজও তিরের মতো বিঁধে থাকে—

(এক) "আনন্দবাজার তার সাহিত্য-সংবাদের ফ্যাক্টরিগুলোতে কুকুর পোষার মতো লেখক পোষে। আনন্দবাজার তার সমান্তরাল আর কোনও সাহিত্যগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সহ্য করতে পারে না। আনন্দবাজারই প্রকৃত সৃজনশীলতা আর ব্যবসায়িক-সাহিত্যের ভেদরেখাটা ঘুচিয়ে দেবার তালে আছে।

আনন্দবাজারই 'বেস্ট সেলার' কায়দা করে বইয়ের বাজারটাকে নিজের কবজার ভেতর রেখে দিতে চায়। আনন্দবাজারই সেই প্রতিষ্ঠান যে প্রকারান্তরে সাহিত্যের একটা মডেল বেঁধে দেবার তালে আছে খুব নিঃশব্দে— একদল অন্তঃসারশূন্য যশ-কাঙাল লেখকগোষ্ঠীকে নিজেদের শ্রেণি স্বার্থে ব্যবহার করে।"

(দুই) ''অনেককে দেখেছি যে বড়ো কাগজে লেখা ছাপানোর জন্য প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ভিড়েছে। তারপর সেখানে হয়তো একটা দুটো ছেপে আর ছাপেনি, লাথি মেরেছে, তখন আবার ফিরে এসেছে লিটল ম্যাগাজিনে। আবার গেছে। এই দশক আন্দোলনের অনেকে, রমানাথ রায়দের গ্রুপের অনেকে এই ঘটনার শিকার।''

(তিন) ''যখন যে চ্যানেল খুলি, সবসময় ধেই ধেই নাচ হচ্ছে। গায়ে কাপড়-চোপড় যা আছে যে-ভাবে আছে, তা না থাকাই ভালো ছিল, উলঙ্গতাকে অশ্লীল মনে হয় না, বরং ওই আধখোলাটাই ভয়ংকর। মাইটাই টিপছে না ঠিকই, কাপড় তুলে দিচ্ছে না, খুলে দিচ্ছে না, কেউ দেখাচ্ছে না অকুস্থল— সেন্সারের ভয়টা তো আছে। কিন্তু এড়িয়ে গিয়ে দর্শককে পুষিয়ে দেবার জন্য যা করছে...কখনও কখনও মনে হয়, কোথাও কোথাও পর্নোফিল্মের থেকেও অশ্লীল। হ্যাঁ, তাদের একটা এথিকস আছে অন্তত।''

(চার) ''যৌনতা আমার কাছে একটা হাতিয়ার, একথা অনেকদিন ধরেই বলে আসছি, আমার লেখকজীবনের প্রথম থেকে, আমাদের অমোঘ হয়ে থাকা ব্যবস্থার কোণে কোণে জমে থাকা গুলোকে আঘাত দিতে দিতে গুঁড়িয়ে দিতে চাই বলে, যদিও সর্বশেষ লেখায় এসবের মাত্রাগত পরিবর্তন এসেছে, বিশেষ ভাবেই।''

(পাঁচ) ‘‘লোকে যাকে সাহিত্য করা-টরা বলে তেমন কিছুতে আমার কোনও আস্থা নেই। চিন্তার মধ্যবিত্ততাকে ঘৃণা করি আমি, যে চিন্তা বৌয়ের ঠোঁটের লিপস্টিক দেখে রক্ত প্রত্যক্ষ করে। রবিঠাকুর-টাকুরদের মতো সাহিত্য-করিয়েদের লাইনে থাকতে নিজেকে রীতিমতো অসম্মানিত মনে হয় আমার। আমি এমন কোনও লেখা লিখতে চাই না, যা পড়ে লোকে পিঠ চাপড়ে বলবে, বাহা বেড়ে সাহিত্য করেছো তো হে ছোকরা, আমি চাই লোকে আমার মুখে থু থু দিক, আঙুল দেখিয়ে বলুক: এই সেই লোক যে উপদংশসর্বস্ব এই সভ্যতার ঘাগুলো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দিনের আলোর মতো খোলাখুলি করে দিয়েছে।...’’

(ছয়) “এতদিন ধরে লিখছি ভুল করিনি এটা হতে পারে না। আমিও তো মানুষ। ভুল অনেক করেছি আর করি। তবে যখন সেটা বুঝতে পারি, তা সরাসরি স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। কিন্তু মজার কথা কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল সব সময় বোঝা যায় না। আবার ভুল বা ঠিক বলে কিছু আছে কি না সে সম্বন্ধেও আমার সন্দেহ আছে।”

(সাত) ‘‘আমি আগে নিজেকে প্রতিষ্ঠান বিরোধী বলতাম খুব। এখন আর বলি না। আমার নতুন বইগুলোতেও দেখবে ওটা আর লিখি না। কারণ, আমার মনে হয়েছে প্রতিষ্ঠান খুব একটা জটিল জিনিস। এ যে কখন কোনরূপে হানা দেবে, সেটা ধারণাও করা যায় না। বহুরূপীর মতো। এমনকি প্রতিষ্ঠানবিরোধিতাটা একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারে, যদি সেটা নিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ থাকে।’’

এবার জীবনযাপন সম্পর্কে কিছু কথা বলা যাক— সাহিত্যে উনি যেটা করতে চেয়েছেন, সেটা একটা টোটাল ব্যাপার। উনি যেভাবে বলেন আর কি। শুধু ছোটো কাগজে লিখেছেন তাই নয়, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য স্কুল

মাস্টারি করেছেন সোনাগাছির কাছে একটা স্কুলে। সেখানে বাংলা পড়াতেন। সেখানেই বাসাভাড়া করে থেকেছেন, বেশ্যাদের জীবনযাপন দেখবার জন্য। টিউশনি করেননি। এম এ পড়েছেন, বি.টি. করেননি। নিজের খরচে বই ছেপেছেন, বাঁধাই করেছেন, ঘাড়ে করে বিক্রিও করেছেন। শম্পামির্জা নগরের যে বাড়িতে তিনি থাকতেন, চারিদিকে স্তূপাকার বই, পা ফেলার জায়গা নেই, দমবন্ধ ব্যাপার, এইসবই ওই একটাই কারণে, একটাই জায়গা থেকে। জীবনযাপন সম্বন্ধে মধ্যবিত্ত ব্যাপারগুলোকে ভাঙতে গিয়ে। যে, এভাবে একটা লোক বাঁচতে পারে! লিখে যেতে পারে! তিনি বলেন তাঁর মা তাঁর সব কাজে নীরবে সমর্থন জুগিয়েছেন। তাঁর স্বল্প আয়। নিজের বই নিজের মনের মতো করে প্রকাশ করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। অনেক দিন তাঁর বাড়িতে রান্না হয়নি। তাঁর এসব কাজকর্ম তাঁর পরিবারের ভালো লাগেনি। স্ত্রী-কন্যা তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন...তবু লেখাকে তিনি ছাড়েননি...আসলে কারুবাসনা তাঁকে নষ্ট করে দিয়েছিল— কারুবাসনা তাঁকে খতম করে দিয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে কবি শঙ্খ ঘোষ এই ধরনের যে নষ্টআত্মাদের সম্পর্কে বলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন সুবিমল মিশ্র। আসুন শোনা যাক সেই কথা,

> ''দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, উপেক্ষা আর ঔদাসীন্যের পরিবেশের মধ্যে লিখে যেতে পারা, কেবল নিজের ওপর কেবলই নিজের ওপর ভর করে নিজের চারপাশকে আমূল খুঁড়ে তোলা, তুলে বীজ মিলল কী না-মিলল সে বিচারেও কেবল নিজেকেই প্রশ্ন করে ফেরা— এর জন্য যে পৌরুষ চাই, তা বড়ো সুলভ নয় কোনোদিনই। তবু তো এতদিনের ভার নিয়ে লিখছে আজও শৈলেশ্বরের মতো অথবা অন্যদিকে সুবিমল মিশ্রের মতো মানুষেরা।''

একথা ঠিক, যদিও কবি শঙ্খ ঘোষের বক্তব্যকে উদ্ধৃত করে সুবিমল মিশ্রের সাহিত্যকৃতিকে বোঝানোর আমাদের প্রয়োজন নেই, তবু শঙ্খ ঘোষের মতো কবি-লেখক যখন সুবিমল মিশ্রের মতো আভাঁগার্দ সাহিত্যিকের সাহিত্যকৃতির জন্য এইরূপ আত্মত্যাগকে সম্মান করে লেখেন তখন তা অবশ্যই আমাদের মর্মে তীব্রভাবেই স্পর্শ করে।

তিন

আমি আর তাঁর বেশি বক্তব্য উল্লেখ করে লেখা দীর্ঘায়িত করব না। উপরিউক্ত বক্তব্যগুলি থেকেই বুঝে নেওয়া যায় তাঁর মত ও পথের ভাবনা। আসলে কারুবাসনাই সুবিমল মিশ্রকে নষ্ট করে দিয়েছিল। আর এক নষ্ট গদ্যকার উদয়ন ঘোষ সুবিমল মিশ্রকে বলেছিলেন, "তুমি যথার্থ জীবনানন্দের উত্তরাধিকারী এবং অধিকন্তু সুবিমল মিশ্র।" তরুণ প্রজন্মের অধিকাংশই এপথে আর যেতে চায় না। আজ আর কেউ নষ্ট হতে চায় না। কেউ কষ্ট করতে চায় না। কষ্ট পেতে চায় না। কেউ নরকে যেতে চায় না। সকলেই স্বর্গে যেতে চায়, সকলেই ভদ্র হতে চায়, সকলেই সুশীলবাবু হতে চায়, তারা অধিকাংশই নাচতে নাচতে ছুটতে ছুটতে একে-অপরকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে চলেছে, ধাক্কা খেয়ে পথে কেউ বা গড়াগড়ি খাচ্ছে, তবু আনন্দবাড়িতে যেতেই হবে, কে কার আগে আনন্দবাড়িতে পৌঁছবে, তরুণের দল আনন্দবাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে, নষ্টআত্মার লেখক সুবিমল মিশ্র এদের কাণ্ডকারখানা দেখে হাসছে।

এবার আসি 'বাঘের বাচ্চা'র কথায়— 'বাঘের বাচ্চা' একটি আভাঁগার্দ পত্রিকা, সম্পাদক স্বপনরঞ্জন হালদার। তিনি শুধু সম্পাদকই নন, তিনি নিজেও একজন আভাঁগার্দ কবি-লেখক। ফলত, তিনি এ ধরনের আভাঁগার্দ রচনাকারদের নিয়ে কাজ করবেন, এটাই স্বাভাবিক। আভাঁগার্দ বিষয়টি কী, তা ইতিপূর্বেই বলেছি। বাঘের বাচ্চা'র প্রথম সংখ্যাটিই বুনো বাঘটিকে নিয়ে— অর্থাৎ আভাঁগার্দ লেখক সুবিমল মিশ্রকে নিয়ে। এই অসাধারণ সংখ্যাটি প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল ২০১৫ কলকাতা বইমেলায়। সেই সংখ্যাটি আজ গ্রন্থরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। আশা করি এই অসামান্য কাজটি পাঠক মহলে অবশ্যই সমাদর লাভ করবে। এর তরুণ প্রকাশক অরুণাভ বিশ্বাসকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোটো করতে চাই না, তার জন্য অফুরন্ত ভালোবাসা।

শুধুমাত্র দুটো লেখা বাদ গেল- এক সুবিমল মিশ্রের একটি গল্প, 'মাটি নড়ে' এবং সুবিমল মিশ্র-কে নিয়ে কামরুল হুদা পথিকের একটি রচনা— 'সুবিমল মিশ্রর মৃত্যুর দুই যুগ পর সুবিমল মিশ্রকে খুঁজে পাওয়া গেলো তাঁরই প্রতিপক্ষের ডুগডুগির মেলায়।

চলুন, আসুন এবার শোনা যাক— এই নষ্টআত্মার মানুষটি, যাঁকে কারুবাসনার উন্মাদনা খতম করে দিয়েছিল; তাঁর সৃজনশীলতা নিয়ে যাঁরা কথা বলেছেন তাঁদের সেই কথাগুলি...

জানুয়ারি ২০২৫ সব্যসাচী সেন

সূ চি

আত্মজীবনীর খসড়া ১৭

মাই নেম ইজ রেড **(সাক্ষাৎকার- সেলিম মোরশেদ)** ২০

তিনি তখন আঁধার রাতে একলা পাগল **(সাক্ষাৎকার- সুরজিৎ সেন)** ২৭

সুবিমল মিশ্র : একটি COUUTT **(একটি আলাপচারিতার নির্যাস)** ৪৮

সেইসব ভ্রাম্যমাণ পথরেখাগুলি যা চলার পথের ওপর
বারবার আছড়ে পড়ছে **(সাক্ষাৎকার- সুবিমল মিশ্র)** ৫৫

লেখা ব্যাপারটিকেই বাতিল করে দিয়ে একটা
ব্যক্তিমাত্রিক কাট-আউট ❑ **ধীমান দাশগুপ্ত** ৬৮

সুবিমল মিশ্র/ প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা প্রসঙ্গে কিছু নোট্‌স;
প্রতিষ্ঠানবিরোধী পাঠের প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা ❑ **বিপ্লব নায়ক** ৯৪

সুবিমল মিশ্রের প্রবন্ধ ❑ **নিত্যপ্রিয় ঘোষ** ১৪২

সুবিমল COUUTT অথবা পরবর্তী সুবিমল,
পরিবর্তিত ❑ **সৈয়দ রিয়াজুর রশিদ** ১৪৯

ওয়ান পাইস ফাদার মাদার':
দ্বিতীয় 'সভ্যতার সংকট' ❑ **মৌলিনাথ বিশ্বাস** ১৬২

চাপে-বিড়ম্বনায় সুবিমল মিশ্র-র আধুনিকতা ❑ **রবিন ঘোষ** ১৭০

(সু) বিমল আনন্দে জাগো রে ❑ **তাপস ঘোষ/ প্রচেতা ঘোষ** ১৮১

একটি থট প্রসেস কিংবা যথেচ্ছ
বিকিরণগুলি ❑ **সুদীপ চট্টোপাধ্যায়** ১৯০

আত্মকলহের আখ্যান : ক্যালকাটা ডেটলাইন ❑ **পার্থ গুহবক্সী** ২০৩

এক্সপেরিমেন্ট শরীরে নয়, আত্মায় ❑ **দেবর্ষি সারগী** ২১১

গলায় বেল্টের দাগ নেই ❑ **অশোক অধিকারী** ২১৬

নাটক: ভাইটো পাঁঠার ইসটু ❑ **কৌশিক চট্টোপাধ্যায়** ২২০
সমাজজৈবনিক সুবিমল ❑ **স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্য** ২২৮
পলিটিক্যাল সুবিমল ❑ **রুদ্র সেন** ২৪৩
প্রসঙ্গ সুবিমল মিশ্র এবং তদ্বিষয়ক একটি
সংক্ষিপ্ত রিপোর্তাজ ❑ **মারুফুল আলম** ২৪৮
অন্ধকারে ভাঙার আওয়াজ ❑ **নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য** ২৫৮
কিন্তু এটা মিথ অফ সিসিফাস নয়, না ❑ **শ্যামল জানা** ২৬৩
আমি ও সুবিমল: একটি ব্যক্তিগত খসড়া ❑ **শৌভ চট্টোপাধ্যায়** ২৭২
এক একক প্রতিষ্ঠান ❑ **শ্রীধর মুখোপাধ্যায়** ২৭৮
সুবিমল মিশ্রকে যেভাবে চিনি ❑ **অতীন্দ্রিয় পাঠক** ২৮৩
সুবিমল মিশ্র প্রসঙ্গে কতিপয় নোট ❑ **সাম্যরাইয়ান** ২৮৭
সুবিমল সম্পর্কে কিছু বিক্ষিপ্ত চিন্তা
অথবা প্রলাপ ❑ **দেবর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়** ২৯৮
সুবিমল বনাম সুবিমল ❑ **সুবিমল বসাক** ৩০১
আমরা তো যন্ত্র-মানব নই, তাই খানিকটা পলিটিক্যাল
ইনকারেক্টনেস থাক ❑ **শুভঙ্কর দাশ** ৩০৪
সুবিমল মিশ্র'র দুনিয়ার সরল পাঠ প্রতিক্রিয়া ❑ **ঋষি এস্তেবান** ৩০৬
স্রোতের বিরুদ্ধে সুবিমল মিশ্রকে একটি
সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ❑ **চৈতালি চ্যাটার্জী** ৩১৪
Translating Subimal Mishra ❑ **V. Ramaswam**y ৩১৭
Subimal Misra, the crypto-revolutionary ❑ **Janam Mukherjee** ৩২৬
'While watching Sholay, I used to only want to know the name of
Gabbar Singh's horse' **(An interview taken by Gourav Jain)** ৩৩৬

আত্মজীবনীর খসড়া

সুবিমল মিশ্র, জন্ম ১৯৪৩, ২০ জুন, সার্টিফিকেটে এটা আছে, গোটাটা মিথ্যে, স্কুল থেকে বসিয়ে দেওয়া। আসলে অগ্রহায়ণ মাসের (ডিসেম্বর) কোনো এক বুধবারে জন্ম, মা যা বলেন, আমাদের পরিবারে জন্মদিন করার রেওয়াজ নেই, হয় না।
সোনাগাছির লাগোয়া মাস্টারি গোছের একটা করি, তবু কোনো কিছুতেই মাস্টার না, আমি লেখক। বাংলায় এমএ কিন্তু কোনো প্রমাণ নেই, খুঁজে পাচ্ছি না। বিটি করিনি, কোনো ইনক্রিমেন্ট হয়নি দীর্ঘকাল, মাস্টার হয়েও 'লক্ষ্মীপুজো' করি না। মফঃস্বলের 'বড় মাস্টার' হলে খিস্তি দিয়েছিলেন ঋত্বিক ঘটক, খবরের কাগজে কাজ করতে বারণ করেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। ঐ, অপ্রাতিষ্ঠানিকতার ঐ সূত্রপাত।
বিয়ে, হাঁ..., প্রায় লিভ-টুগেদার-এর মত, কল্পনা, ব্যাচেলার অবস্থার চৌকির সংগে বেঞ্চি একটা বানিয়ে জুড়ে নিয়েছি, তাতে শুই। না, আমার ঘরে কোনো খাট আলমারি ড্রেসিং-টেবিল সোফাসেট বসার জায়গা নেই। বই আছে। শুধু বই। বই শুধু বই-ই। টেবিলে বই, চেয়ারে বই, শোয়ার জায়গায় বই, মেঝেতে ডাঁই করা বই, তাকে বই, ঘরে ঢুকতে গেলে বই ঠেলে ঢুকতে হয়। আমাকে পোড়ানোর সময় যেন বই দিয়ে পোড়ানো হয়, ইচ্ছে। দেশী বিদেশী প্রচুর ক্যাসেট আছে, কোনো মধ্যবিত্ত ন্যাকামি নেই ঘরে, ঘরটাও প্রতিষ্ঠান বিরোধী। শুভংকরের কাছে প্রমাণ আছে, ও ছবি তুলে রেখেছে। কি আছে? টু-ইন-ওয়ান একটা, একটা টিভি আছে, পুরোনো, বুকের বাড়াবাড়ি রকম অসুখ আছে, ফ্রিজ, সুগার, পোষা ডিউডিন্যাল আলসার আছে, খুব ছোটবেলায় ধরা পড়ে লিভার গোটাটাই খারাপ। নিজের কাজ নিজে করি, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ। কেউ এলে নিজের হাতে চা করে দিই, ডিমভাজা। ২৪ ঘন্টায় ৩ ঘন্টা লেখা, ৫ ঘন্টা পড়া। দিনে ২ পাতা হিসেবে ৭০০ পাতার মত লিখি,

৭০ পাতা ছাপতে দিই। ডায়েরি লেখার কু-অভ্যেস আছে। ডায়েরিতে সবকিছু ঢুকে যায়। মেয়ের নাম স্রোতা, বেশ তাৎপর্যপূর্ণ নাম। বন্ধু যাকে বলে একজনও নেই। দিনে ৬০/৭০টা পাউচ খাই, বিড়ি। প্রিয় খাদ্য : সিগারেট, কালো চা, ডিম ভাজা। যার প্রত্যেকটাই ডাক্তারের বারণ।

প্রথমে গল্প ছাপাই, কনসাসলি, ১৯৬৭র শেষ দিকে। প্রথম বই বেরোয় ১৯৭১ এ। শেষ বই সম্ভবত এটাই। নিজের বই নিজে ছাপাই, নিজে বেচি। নিজের ওপর আলোচনা গ্রন্থ, এই বইটি সান এ্যাণ্ড মার্ডারার, নিজে এডিট করে পৃথিবীতে প্রথম হচ্ছি। কয়েক পুরুষ আগে বঙ্গভাষী ছিলাম না, এরকম একটা ধারণা পরিবারে প্রচলিত আছে। বাবার মুখে শুনেছি। যাচাই করে দেখিনি, প্রবৃত্তি হয়নি। বাবা টুলো পণ্ডিত ছিলেন, ঐ নিয়েই থাকতেন। কোনো আত্মীয় বাড়ি যাই না, সোর্স সব লোপ করে দিয়েছি, বংশলোপ। পারতপক্ষে কথা দিই না, দিলে রাখার চেষ্টা করি।

একটা পা পোলিওতে নষ্ট, না, হ্যান্ডিক্যাপ্‌ড্‌ সার্টিফিকেট নেই, দ্বিতীয়বার বাতাবি লেবু নিয়ে খেলতে গিয়ে..., কোনোদিন চলতি বাসে উঠতে পারি না, পারিনি।

প্র্যাক্টিক্যালি পান্তা ভাত খেয়ে বড় হয়েছি, পান্তা আর পেঁয়াজ। সবকিছুই নিজের জীবনে পরখ করে দেখতে চেয়েছি, এমন কি আংটি পরে গ্রহ তাড়ানোও। যা ধরে নেওয়া হয়েছে, তাকেই প্রথম সন্দেহ করি।

প্রথম পড়া বই : ৮ বছর বয়সে কপালকুণ্ডলা পড়ি, কপালকুণ্ডলা কী তখন জানতাম না, বুঝিনি কিছু, কিন্তু সেই বয়সেই কয়েকদিন বইটি আমাকে ধাওয়া করে ফিরেছিল। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি, এখনো ভাবলে রোমাঞ্চ হয়। চতুর্থ শ্রেণিতে বৃত্তি পরীক্ষার জলপানির টাকায় রবীন্দ্র রচনাবলী কিনি আর রঙ তুলি, পাঁচের দশকের মাঝামাঝি, রবীন্দ্রনাথ সেই সময় থেকেই।

বাবা হঠাৎ মারা যাওয়ায় কপর্দকহীন, খুব সংসারী মানুষ ছিলেন না, ভৃত্যের কাজ করেছি, মাথায় করে ধানগাছ বয়েছি, রোপন করেছি। নোট বই লিখেছি, বেনামে প্রচুর অনুবাদ করেছি, টিউশনির টাকায় বাবার শ্রাদ্ধ হয়। আত্মীয়-স্বজন পেছনে লাগাতে আধ-ঘন্টার নোটিশে পৈত্রিক ভিটে ছেড়ে চলে এসেছি। দেড়খানা মত ঘরের একটা সরকারী ফ্ল্যাটে থাকি, ভাড়া করা, আমার আন্‌ডারগ্রাউন্‌ড, শম্পামির্জা, যেখান থেকে সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গলের ডাক শুনতে পাই গভীর রাতে।

আত্মপ্রচার করতে খুব ভালবাসি, চিঠির উত্তর দিই না, দিয়েছি বলে মিথ্যে কথা বলি,

লোকের সংগে ইচ্ছে করে খারাপ ব্যবহার করতে ভাল লাগে।
প্রিয় বাঙালী : ঋত্বিক কুমার ঘটক, আমি কনফিউজড।
প্রিয় লেখক : কমলকুমার মজুমদার, ভাষাকে যে আক্রমণ করে সেই ভাষাকে বাঁচায়।
প্রিয় মানুষ : জঁ লুক গোদার, বলাটাই যখন বিষয় হয়ে ওঠে, স্টাইলটাই।
প্রিয় বই : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কে না বাঁশী বাএ বড়াই কালিনী নঈ কূলে।
প্রিয় পাউচ : ভ্যানগগ্, একটু দামী, সর্বদা কিনতে পারি না।
প্রিয় ছাপ : প্রতিষ্ঠানবিরোধী, এখন কথাটা ব্যবহার করতে ঘেন্না লাগে।
প্রিয় রঙ : অন্ধকার, যা আসলে অনুপস্থিতি।
প্রিয় ভ্রমণ : ফ্রেজারগঞ্জ, বকখালি, যেখানে বারবার গিয়েছি, যাই।
প্রিয় সময় : রাত বারোটার পর, রাত জেগে লেখা।
প্রিয় সম্পাদক : সমর সেন।
প্রিয় ডাক্তার : ভূমেন্দ্র গুহ, যাকে আমি এখনো পর্যন্ত একবারই দেখিয়েছি।
প্রিয় স্থান : উটের গ্রীবা, জীবনানন্দ যা চিনিয়েছিলেন।
প্রিয় বাক্যবন্ধ : Thinking is the greatest pleasure known to mankind.
প্রিয় সংগী : মা, ছাত্ররা, রবিন, বিজু, ধীমান, লালা, শুভংকর, তাপস, শর্মী, শ্রীধর, অদ্রীশ, মৌ, রথীন, পার্থ, অনিমেষ-সুচরিতা, মানস, অবনী, ডেভিড, স্বাতী, সেলিম, গোবিন্দ, কানকাটা জুপে, মামুদ, হীরালাল এবং অবশ্যই কল্পনা।
নিজের সম্বন্ধে স্থির ধারণা : আমি বেসিক্যালি মূর্খ লোক।
ভাষা : মাতৃভাষা ছাড়া কোনো কিছু জানি না, মাতৃভাষাটাও জানি না।
উইল : আমার অবর্তমানে আমার আনডারগ্রাউনড-টি প্রতিষ্ঠান-বিরোধীদের একটা ঠেক হবে, প্রকৃত লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি হবে।
শেষ উপদেশ : সারেন্ডার করো না।
(এসব নিয়ে জীবনী একটা বানিয়ে নিন)

মাই নেম ইজ রেড

(দুই বাংলার সাহিত্য চর্চায় একই পথের দুই পথিক— সুবিমল মিশ্র ও সেলিম মোরশেদ। 'বাঘের বাচ্চা'র তরফে সেলিমকে সুবিমল সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর।)

প্রশ্ন : সুবিমল মিশ্র যে পথের আজীবন পথিক, আমরা যতদূর জানি, আপনিও হেঁটে চলেছেন সেই একই পথে ওপার বাংলার সাহিত্য চর্চায়। এই পথ চলায় আপনারা পরস্পর পরস্পরের কাছে কতটা ঋণী? অথবা একে অপরের কতটা পরিপূরক?

উত্তর : আমরা একই পথের পথিক হলেও তিনি আমার পূর্ববর্তী, যদিও তাঁর লেখা সাম্প্রতিক। সেই অর্থে তিনি অনেক আগে থেকে হাঁটছেন। সমাজ বাস্তবতাকে মোকাবেলা করার যে সক্ষমতা তিনি অর্জন করেছেন সেটা আমার কাছে শিক্ষণীয়। সেই অর্থে তাঁর কাছে আমার ঋণ বেশি। দুটি দেশে থাকা দু'জন মানুষের অর্থাৎ তাঁর এবং আমার রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বাস্তবতা একে অপরের কাছে কতটা পরিপূরক বলা কঠিন।

প্রশ্ন : জীবনের সর্বক্ষেত্রে লেখকের নন- কম্প্রোমাইজিং এ্যাটিটিউড না থাকলে খাঁটি প্রতিষ্ঠানবিরোধী লেখক হয়ে ওঠে না— এমনটাই বিশ্বাস ও যাপন করেন সুবিমল মিশ্র। আপনি এ ব্যাপারে সহমত?

উত্তর : নন-কম্প্রোমাইজিং- এ্যাটিটিউড কেন? রাষ্ট্র-সরকার-সমাজ-গোত্র আর পরিবার-পরিপার্শ্ব থেকে যখন শিকার হন একজন ব্যক্তিমানুষ— তার সেনসিটিভিটি ভিন্ন দিকে ক্রিয়াশীল হয়— কেনই বা তিনি শিকার হন? মানতে পারেন না বলে। নিখুঁতভাবে নিয়ত তৈরি করা নগ্ন বৈষম্যের বিষয়টি একজন প্রতিভাবান মানুষ যখন বুঝতে পারেন তখন বিশ্বাস এবং যাপন ঝুঁকিপূর্ণ দিকেই যায়। কজনই বা সেই